100

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... AUG. 1 4 1999 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ১ ...

চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে শান্তি চাই

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবারও খবরের শিরোনাম হয়েছে। দুই যুগেরও অধিককাল ছাত্র শিবির নামধারী মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের আখড়ারূপে চিহ্নিত হয়ে থাকার পরে বর্তমান উপাচার্য ও প্রশাসন দায়িত্ব নেয়ায় এবং প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক ছাত্র সংগঠনগুলো ক্যাম্পাসে প্রবেশ ও অবস্থানের সুযোগ পাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আশার একটা সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু চলতি মাসের ১ তারিখ বর্ষার ছুটি শেষে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দিন থেকে যে পরিস্থিতির সূচনা হয় এবং এই মুহূর্তে সেটা যে আকার ধারণ করেছে তাতে ঐ সম্ভাবনাটি নস্যাত হয়ে যাচ্ছে বলা যায়। গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত জনকণ্ঠসহ কয়েকটি দৈনিকে প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়টিতে এখন পূর্ণ নৈরাজ্য ও অচলাবস্থা বিরাজ করছে। ক্লাস বর্জন পর্যায়ের শেষে চলছে লাগাতার হরতাল। উপাচার্যকে 'অবাঞ্ছিত' ঘোষণা করা হয়েছে। তালা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে প্রশাসনিক ভবন, একাডেমিক ভবন, লাইব্রেরী, পরিবহন দফতর, চাকসু ভবন, ক্যাম্পাস ব্যাংক সর্বত্র। অচল করে রাখা হয়েছে উপাচার্যের অফিস, গাড়ি। অশ্রাব্য গালিগালাজ করা হচ্ছে উপাচার্য ও সিন্ডিকেটকে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এই পরিস্থিতি সৃষ্টিতে নেতৃত্ব দিচ্ছে কারা? নেতৃত্ব দিচ্ছে 'সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্র ঐক্যের' ব্যানারে ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, আর ছাত্রফ্রন্ট। তাদের আন্দোলনকে স্বতন্ত্র কর্মসূচীর মাধ্যমে সমর্থন দিচ্ছে ছাত্রদল ও শিবির। এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ছাত্র ঐক্যের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলন ও সৃষ্ট পরিস্থিতির পিছনে প্রতিটি ছাত্র সংগঠনই সক্রিয়ভাবে শামিল হয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এটা একটি অভিনব ব্যাপার বৈ কি!

এহেন পরিস্থিতি সৃষ্টির কারণ বা উপলক্ষ হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের একটি সিদ্ধান্ত। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রশাসন ক্যাম্পাসের বাস বন্ধ করে দেয়। প্রশাসন বলছে, ক্যাম্পাস বাস চালু রাখতে বছরে ব্যয় হয় ৬০ লাখ টাকা। এ ব্যয় বহনের ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই। পক্ষান্তরে ছাত্র ঐক্য দাবি করেছে যে, ঐ ৬০ লাখের ৫০ লাখই দেয় ছাত্ররা জনপ্রতি ৩৬০ টাকা করে। হঠাৎ করে কোন আলাপ-আলোচনা ছাড়া ক্যাম্পাস বাস বন্ধ করে দিয়ে তাদেরকে ভয়ানক অসুবিধায় ফেলে দেয়া হয়েছে। আমরা উভয়পক্ষের কারও বক্তব্যকে উড়িয়ে দিতে পারছি না। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বাস বন্ধ করার পক্ষে আরও একটি যুক্তি দিয়েছে। সেটা হচ্ছে, ৬০ লাখ টাকার অর্ধেকই লুটপাট হয়ে যায়। লুট করে কিছু ছাত্রনেতা আর ট্রান্সপোর্ট কর্মচারী পরস্পর যোগসাজশে। ১৬/১৭টি বাস চলে, কিন্তু বিল হয় ২২টির। আন্দোলনরত ছাত্রনেতাদের কাছে এ অভিযোগের কি জবাব রয়েছে তা জানা যায়নি।

আমাদের বিবেচনায় সমস্যাটি জটিল। বিশ্ববিদ্যালয় অচল। ক্যাম্পাসে বসবাসরত শিক্ষক, কর্মচারী-কর্মকর্তা ও তাঁদের পরিবারবর্গ চরম দুর্ভোগের শিকার। ছাত্ররা যাতায়াত সমস্যায় কাতর। এক কথায় বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী, দুই হাজারের বেশি শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী উদ্ভূত পরিস্থিতির দরুন কার্যত জিম্মি হয়ে আছে। কিন্তু সিন্ডিকেট ও প্রশাসন তাদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অটল। ছাত্র সংগঠনগুলোও বাস পুনরায় চালু করার দাবিতে অনড়। তাহলে সমাধান হবে কিভাবে? সমাধান না হলে অনির্দিষ্টকাল বিশ্ববিদ্যালয়টি অচল হয়ে থাকবে? বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সমাধানের কোন উপায় নির্ধারণ করতে না পেরে প্রধানমন্ত্রী ও চ্যান্সেলর শেখ হাসিনার হস্তক্ষেপ চেয়ে জরুরী ফ্যাক্সবার্তা পাঠিয়েছে বলে প্রকাশ। বর্তমান অবস্থায় অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ একান্ত কাম্য। তিনি নিশ্চয়ই সৃষ্ট অচলাবস্থা নিরসনের একটা পথ দেখাতে সক্ষম হবেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনকে এবং আন্দোলনরত ছাত্র সংগঠনগুলোকেও নমনীয়তার পরিচয় দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। বিশেষ করে, ছাত্র ঐক্যের ব্যানারে যে তিন প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন মিলিত হয়েছে তার নেতৃবৃন্দের মনে এই উপলব্ধি জাগা উচিত যে, অরাজকতা, সন্ত্রাস, উচ্ছৃঙ্খল ও দুর্বিনীত আচরণ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদীদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পথ পুনরায় খুলে দিতে পারে।

এদিকে শুক্রবার দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত খবরে প্রকাশ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ক্লাস অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে ও স্থগিত করা হয়েছে সকল পরীক্ষা। জানা গেছে, এর কারণ হচ্ছে বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের বিবদমান দুগ্রুপের মধ্যে সংঘটিত প্রায় দুঘন্টাব্যাপী বন্দুকযুদ্ধ। এতে চার পুলিশসহ গুলিবিদ্ধ হয়েছে ২০ জন।

ক্যাম্পাস বাস বন্ধ করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত ৭ আগস্ট থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি সম্পূর্ণ অচল ও উত্তপ্ত হয়ে আছে। কিন্তু পরবর্তী এঘটনা ঘটেছে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপের চরম অন্তর্কোন্দলের জের হিসাবে। জানা যায়, অন্তর্কোন্দল সৃষ্টি হয়েছে শাহ আমানত হল দখল পালটা দখল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল্যবান সেগুন গাছ পাচারে প্রাপ্ত অর্থের ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে।